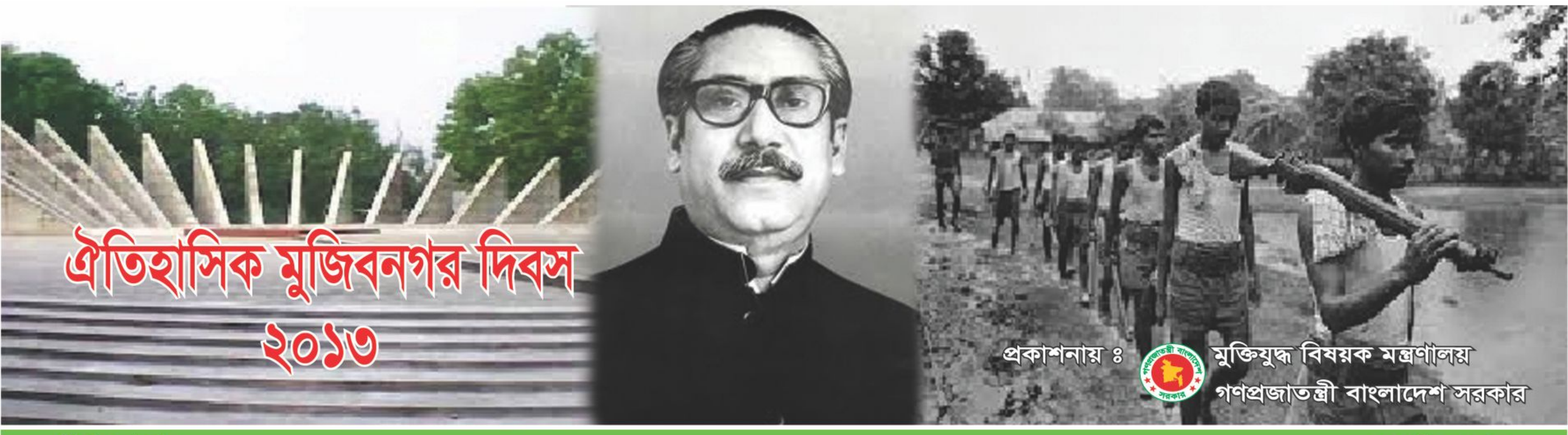

বিশেষ ক্রোড়পত্র

১৭ এপ্রিল, বুধবার

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

০৪ বৈশাখ ১৪২০
১৭ এপ্রিল ২০১৩

বাণী

ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবস' উপলক্ষে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

আমি এই দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আরো স্মরণ করি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী এবং এ. এইচ. এম কামারুজ্জামান-কে যাঁদের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার পরিচালিত হয়েছিল। আমি আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক-সংগঠকসহ সকল স্তরের জনগণকে। আমি শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে মুজিবনগর সরকার শপথ নেওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার যাত্রা শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাসহ বিশ্ব দরবারে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি, শরণার্থীদের সহায়তা, যুদ্ধবিধ্বস্ত জনগণের পাশে দাঁড়ানোসহ মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার পরিচালনায় নবগঠিত এ সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সরকারের যোগ্য নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধ দ্রুত সফল পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাই মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব ও অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুজিবনগর সরকার গঠনে যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন আমি তাঁদের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। ইতোমধ্যে স্বাধীনতার বিয়াল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও আমরা আজো সে লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জন করতে পারিনি। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নে দিন বদলের সনদ তথা 'ভিশন ২০২১' ঘোষনা করেছেন। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমি দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে দেশ গঠনে অবদান রাখার আহবান জানাই।

ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবসে' দেশের তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানুক এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতিগঠনমূলক কাজে অবদান রাখুক-এই কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

স্বাধীনতার ঘোষণা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

'This may be my last message; from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.'

[অনুবাদ : 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।']

এ ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়ারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয়।

মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনারে সালাম গ্রহণ করছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
১০ এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত একটি সংবিধান প্রণয়নের অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত করেছিলেন এবং

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি সংবিধান রচনার জন্যে ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ জনগণের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন এবং

যেহেতু আহূত এ পরিষদ স্বেচ্ছাচারমূলক ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয় এবং যেহেতু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং

যেহেতু উল্লেখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং

যেহেতু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনাকালে বাংলাদেশের অসামরিক ও নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে গণহত্যামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নজিরবিহীন নির্যাতন চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে এবং

যেহেতু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্র হয়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন ও নিজেদের সরকার গঠন করতে সুযোগ করে দিয়েছে এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশের ভূখণ্ডের ওপর তাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে সেহেতু

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ দ্বারা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা, বাংলাদেশের মানুষ, যাঁদের অভিপ্রায় সবার ওপরে, তাঁদের প্রদত্ত ক্ষমতার দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে, নিজেদের সাংবিধানিক পরিষদে যথাযথভাবে সংগঠিত করে এবং পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা ও সাংবিধানিকভাবে তা গঠন করছি এবং এতদ্বারা ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বারা প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করছি এবং

এতদ্বারা, আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক হবেন, রাষ্ট্রপ্রধানই ক্ষমা প্রদর্শনসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন, তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন, রাষ্ট্রপ্রধানের কর ধার্য ও অর্থব্যায়ের এবং সাংবিধানিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও মুলতবির ক্ষমতা থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যান্য সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি, যে কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছে তা আমরা যথাযথভাবে পালন করব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

আমারা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে ক্ষমতা অর্পণ করলাম এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলাম।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪ বৈশাখ ১৪২০
১৭ এপ্রিল ২০১৩

বাণী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৭ই এপ্রিল এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এদিনে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। পাশাপাশি এদিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ অনুমোদন করা হয়। সেদিন থেকে এ স্থানটি মুজিবনগর নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী শুরু হয় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ। ১৭ই এপ্রিল সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

জাতির পিতাকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে মন্ত্রীসভার সদস্য করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়।

স্বাধীনতার স্বপক্ষের রাজনৈতিক দলসমূহ ও সকল শ্রেণী-পেশার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সরকার দীর্ঘ নয় মাস দক্ষতার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মিত্রশক্তির সহায়তায় চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে সমূলে ধ্বংস করার লক্ষ্যে আড়াই মাসের ব্যবধানে ৩রা নভেম্বর জেলখানায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

আজকের এ ঐতিহাসিক দিনে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ চার জাতীয় নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত মা-বোনদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

জাতির পিতার হত্যাকারীদের প্রচলিত আদালতে বিচার ও রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি দায়মুক্ত হয়েছে। জেলখানায় নিহত ৪ জাতীয় নেতার হত্যা মামলার পুনর্বিচারের কাজ চলছে। ১৯৭১ সালে যারা মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছিল তাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে বিচার চলছে এবং রায় দেওয়া শুরু হয়েছে। এ বিচার বাধাগ্রস্ত এবং দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ধ্বংস করতে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি মাঠে নেমেছে। এ অপশক্তিকে প্রতিহত করতে দেশপ্রেমিক নাগরিকদের একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই।

জাতির চরম দুর্দিনেও যে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারা উর্ধ্বে তুলে এগিয়ে চলা যায়, ১৭ই এপ্রিল জাতীয় ইতিহাসে তা এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি দেশবাসীকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪ বৈশাখ ১৪২০
১৭ এপ্রিল ২০১৩

বাণী

স্বাধীনতার জন্য মুক্তিকামী বাঙালি জাতির দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে মুজিবনগর দিবস একটি গৌরবদীপ্ত দিন । ১৯৭১ সালের ৭ ই মার্চ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহবানে উজ্জীবিত দেশবাসীর উপর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আকস্মিক ও নৃশংস আক্রমণ মুক্তিপাগল বাঙালি জাতিকে হতোদ্যম করতে পারেনি। বরং এ আক্রমণের মাধ্যমে ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করে তারা বাঙালি জাতিকে আরও বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী করে তোলে। সারাদেশে গড়ে উঠে সশস্ত্র প্রতিরোধ, শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। এ মুক্তিযুদ্ধকে একটি সমন্বিত রূপ দিতে ১৯৭১ সালের ১০ ই এপ্রিল জাতীয় চার নেতা ও শীর্ষ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র পাঠের মাধ্যমে গঠিত হয় ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার। ১৭ ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ঘোষনা দিয়ে এ সরকার শপথ গ্রহণ করে।

মুজিবনগর সরকারের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অপরিসীম। ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার যে জায়গায় পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল মেহেরপুরের মুজিবনগর (তৎকালিন কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথতলা) তার খুব সন্নিকটে অবস্থিত। তাই বলা যায় ১৭৫৭ সালে যেখানে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল, মুজিবনগর সরকার তথা বাঙলি জাতির প্রথম সরকার গঠণের মাধ্যমে সেখানেই একটি স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র হিসেবে সারা বিশ্বে বাঙালির আত্মপরিচয় ঘোষিত হয় ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে জাতীয় ঐক্য ধরে রাখা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের মাধ্যমে মুজিবনগর সরকার বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন ও মুক্তিযুদ্ধকে একটি সমন্বিত ও সুসংহত রূপ দেয়। এ সরকারের দিক নির্দেশনা ও বাঙ্গালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলে বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম। নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বমানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন-স্বার্বভৌম বাংলাদেশের ।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ১৯৭১ এর যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধী রাজাকার ও দেশদ্রোহীদের বিচার কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। এমনই প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্র দেশে অস্থিতিশীল ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে এ বিচারকে বানচাল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। মুজিবনগর দিবসের আজকের এ দিনে আমি সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি, আসুন দলমত নির্বিশেষে সকলে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই,দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করি।

জয় বাংলা,
জয় বঙ্গবন্ধু।

(ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম (অবঃ) এমপি)

সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪ বৈশাখ ১৪২০
১৭ এপ্রিল ২০১৩

বাণী

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগর দিবস একটি ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয়। এদিন মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং পাঠ করা হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের প্রথম আত্মপরিচয় ঘোষণার দিন এ মুজিবনগর দিবস।

আজকের এ বিশেষ দিনে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ জাতীয় চার নেতা এবং বীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁদের মহান ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে, তারই আনুষ্ঠানিক রূপ পায় মুজিবনগর সরকার এর শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে।

মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে সুসংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। এ সরকার গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশ সারা বিশ্বে নতুন দেশ হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বাঙালির ন্যায়সংগত স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে বিশ্ব জনমত তৈরি হয় এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগের ঘটনার বিরুদ্ধে বিশ্ব বিবেক সোচ্চার হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পথে মুজিবনগর সরকার ছিল শ্রেষ্ঠতম শুভসূচনা। মূলতঃ জাতির জনকের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বই ছিল মুজিবনগর সরকারের প্রেরণার উৎস ও চালিকাশক্তি।

লক্ষ প্রাণের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে আমাদের আজকের নব প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র ও নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করে সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিতে হবে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আত্মনির্ভরশীল এবং সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলাই হোক আজকের এ শুভদিনের দৃঢ় অঙ্গীকার।

(কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী)
সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্বাধীনতা অর্জনে মুজিবনগর

লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, স্বাধীনতা পদক, বীরপ্রতীক

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সংলগ্ন মেহেরপুর থেকে প্রায় ১৬.৩৯ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বৈদ্যনাথতলার আমবাগান এলাকাই ছিল মুজিবনগর, যা বিশ্বে এখন সুবিদিত। ব্রিটিশ আমলে এ এলাকার জমিদার বৈদ্যনাথ বাবু মেদিনীপুর কোম্পানি লিমিটেডের অর্ধাংশ পত্তনি বন্দোবস্ত নেন। ১৮৯০ সালে তিনি বন্দোবস্তকৃত জমির ভবেরপাড়া গ্রামের পাশে হাট বসানোর উদ্যোগ নেন। ক্রমে এলাকাটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। হাটের স্থানটির নাম হয় বৈদ্যনাথতলা। বৈদ্যনাথতলাই পরবর্তীকালে মুজিবনগর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে সাহসী ও দূরদর্শী বাঙালি রাজনীতিবিদগণ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করেছিলেন। পরবর্তীকালে এ ঐতিহাসিক স্থানের নামকরণ করা হয় মুজিবনগর, যা বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও দেশপ্রেমের অবিস্মরণীয় ইতিহাস বহন করছে। এ স্থান থেকে কিছু দূরে পলাশির আম্রকাননে যে গ্লানি, বেদনা, পরাজয় ও হতাশার সূত্রপাত হয়েছিল, তার বিপরীতে বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে সেদিনের সে সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে বিজয় অর্জন করতে পেরেছিল এদেশের মুক্তিকামী জনগণ। এ দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি আবেগময় এবং গুরুত্বপূর্ণ দিবস। ১৭ই এপ্রিলের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান ও মহিমান্বিত করেছে।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষ দিকে মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামী জনগণের মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের অধিনায়কেরা নিজ নিজ এলাকায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কেননা তখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার গঠিত না হওয়ায় কোনো কেন্দ্রীয় নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছিল না। মুক্তিকামী জনগণ, মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদগণ তাঁদের নেতৃবৃন্দকে দ্রুত বাংলাদেশ সরকার গঠন করার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। ৪ঠা এপ্রিলের ঐতিহাসিক তেলিয়াপাড়া সম্মেলনেও সরকার গঠনের আলোচনা স্থান পায়।

এরই ধারাবাহিকতায় ১০ই এপ্রিল কলকাতা থেকে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ বিমানযোগে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। এর পূর্বেই জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া তাজউদ্দিন আহমেদের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার ভাষণটি রেকর্ড করা হয় এবং স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়।

১০ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণার পর আকাশবাণীতে প্রচার করা হয় যে, চুয়াডাঙা বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী। সেদিন দুপুরের দিকে খবর পাওয়া যায় যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা ঝিনাইদহের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন চুয়াডাঙায় কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধা অবস্থানরত ছিলেন। ঘোষণাটি প্রচারের পর পরই পাকিস্তান বিমানবাহিনী চুয়াডাঙার উপর প্রচন্ড বিমান হামলা চালায়। চুয়াডাঙার প্রবেশপথে মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ গড়ে তোলার এবং মেহেরপুরের দিকে কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাদের স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১১ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র ও আকাশবাণী থেকে তাজউদ্দিন আহমেদের বক্তৃতাটি আবারো প্রচারিত হয়। বক্তৃতা শুনে সর্বস্তরের মানুষ জানতে পারেন যে, তাঁরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। সেদিন মেহেরপুরের সাধারণ মানুষ আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়েন। এ সরকার স্বাধীন ও সার্বভৌম "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার"। পরবর্তীকালে স্বাধীনতার সনদবলে এ সরকারের কার্যকারিতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয় এবং অস্থায়ী রাজধানী হিসেবে নির্বাচিত হয় মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বাংলার মানুষের সম্মানবোধ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই রাজধানীর নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মুজিবনগর।

১৩ই এপ্রিল মেহেরপুরের কোর্ট ভবনে পাবনার ডিসি মোহাম্মদ নুরুল কাদেরকে মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক এলাহী চৌধুরী জানান যে, ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের অধিনায়ক খসরু এফ রুস্তমজী ও সিনিয়র অফিসার গোলক বিহারি মজুমদার তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। রুস্তমজী একসময় ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর নিরাপ